বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

প্রক্টরিয়াল সিস্টেম বিধিমালা-২০২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৭নং আইন) এর ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (সিন্ডিকেট) নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-

প্রথম পরিচ্ছদ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন এবং প্রয়োগঃ**

(ক) এই বিধিমালা ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ প্রক্টরিয়াল সিস্টেম বিধিমালা-২০২০'' নামে অভিহিত হইবে;

(খ) এই বিধিমালার সকল বিধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ- এর অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের সদাচরণ ও শিক্ষার কর্ম পরিবেশ সুষ্ঠু রাখিবার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হইবে;

২। **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) ''**আইন**'' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৩-কে বুঝাইবে;

(খ) ''**আচরণবিধি**'' অর্থ শৃঙ্খলা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত আচরণ বিধিকে বুঝাইবে;

(গ) ''**অনুষদ**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদকে বুঝাইবে;

(ঘ) ''**আবাসিক হল/ছাত্রাবাস**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংঘবদ্ধ জীবন এবং সহশিক্ষাক্রমিক শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষাণাবেক্ষণাধীন ছাত্রাবাসকে বুঝাইবে;

(ঙ) ''**ইনস্টিটিউট**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা স্থাপিত কোন ইনস্টিটিউট, একাডেমি বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) ''**একাডেমিক কাউন্সিল**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(ছ) ''**কর্তৃপক্ষ**'' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৩ এ বর্ণিত ধারা ২১ এর অধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ;

(জ) ''**ক্যাম্পাস**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা, আবাসিক হলসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত স্থানসমূহকে বুঝাইবে;

(ঝ) ''**ছাত্র**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র বা ছাত্রী;

(ঞ) ''**প্রক্টর**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত প্রক্টর;

(ট) ''**পরীক্ষা** '' অর্থ বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসমূহ;

(ঠ) ''**পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ড) ''**পোষাক -পরিচ্ছদ**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিধানযোগ্য পোষাক-পরিচ্ছদ হইবে;

(ঢ) ''**প্রক্টরিয়াল বিধি**'' অর্থ প্রক্টরিয়াল সিস্টেম প্রণয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রক্টরিয়াল বিধিসমূহকে বুঝাইবে;

(ণ) ''**প্রভোস্ট**'' অর্থ কোন ছাত্রাবাস/আবাসিক হলের প্রধানকে বুঝাইবে;

(ত) ''**বিভাগ**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ;

(থ) ''**বিভাগীয় প্রধান**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের প্রধান;

(দ) ''**বিশ্ববিদ্যালয়**'' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৩ এ বর্ণিত ধারা ৪ এর অধীনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ;

(ধ) ''**রেজিস্ট্রার**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(ন) ''**ভাইস-চ্যান্সেলর**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(প) ''**নির্ধারিত**'' অর্থ সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ফ) ''**শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী**'' অর্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী;

(ব) ''**শিক্ষক বা প্রশিক্ষক**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক বা বেসামরিক অধ্যাপক,সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক বা প্রশিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ভ) ''**সিন্ডিকেট**'' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে বুঝাইবে;

(ম) ''**সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা প্রবিধান**'' অর্থ যথাক্রমে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা প্রবিধান;

(য) ''**সংস্থা** '' অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্থাকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

৩। **প্রক্টর/ সহকারী প্রক্টরের নিয়োগঃ**

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য ১(এক) জন প্রক্টর এবং প্রয়োজনে, সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

৪। **প্রক্টরের দায়িত্বসমূহঃ**

(ক) প্রক্টর আবসিক হলের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র/ছাত্রীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বিভিন্ন সময়ে ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশনা অনুসারে প্রক্টর ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশনা ও আদেশ পালনের জন্য প্রক্টর অফিস চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করিবেন;

(ঘ) প্রক্টর প্রয়োজন মনে করিলে তাহার কাজে সহায়তা করিবার জন্য সিনিয়র ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য হইতে প্রিফেক্টস মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঙ) প্রক্টর আবাসিক হলের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে সার্বক্ষণিকভাবে এবং সর্বক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও ভাল আচরণ নিশ্চিত করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(চ) প্রক্টর যে কোন ছাত্র/ছাত্রীর পরিচয় পত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয় পত্র ছাত্র/ছাত্রী চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে;

(ছ) ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর প্রক্টরকে লিখিতভাবে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন যাহা প্রক্টর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ এবং নীতিমালায় প্রক্টরের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধিমালা ও আদেশাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সহ শৃঙ্খলাজনিত যে কোন তথ্য, ঘটনা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় অথবা গণমাধ্যমকে জানানোর প্রয়োজন মনে করিলে প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মুখপাত্র হিসাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। **সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বসমূহঃ**

(ক) সহকারী প্রক্টর আবাসিক হলের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র/ছাত্রীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বিভিন্ন সময়ে ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশনা অনুসারে সহকারী প্রক্টর ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আবাসিক হলের বাহিরে ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, প্রক্টরকে প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবেন;

(ঘ) সহকারী প্রক্টর আবাসিক হলের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে সার্বক্ষণিকভাবে এবং সর্বক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা ও ভাল আচরণ নিশ্চিত করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

৬। **শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণে প্রক্টরের সাধারণ ক্ষমতা সমূহঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের বাহিরে শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের জন্য প্রক্টর নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন:

(ক) শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের জন্য প্রক্টর লিখিত সতর্কতা প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা অসদাচরণের জন্য ছাত্র/ছাত্রীকে এক সঙ্গে সর্বোচ্চ টাকা ৫০০/০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র) জরিমানা করিতে পারিবেন;

(গ) ছাত্র/ছাত্রীকে সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য বহিষ্কার করিতে পারিবেন;

(ঘ) এই ধরনের বহিষ্কারাদেশের সিদ্ধান্ত ঘোষণার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। তবে, উক্ত বহিস্কৃত ছাত্র/ছাত্রীকে তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য বহিষ্কার করা সমীচীন মনে হইলে প্রক্টর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) কোন ছাত্র/ছাত্রীকে জরিমানা বা বহিষ্কার করার বিষয়টি উক্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও আবাসিক হল প্রভোস্টকে জ্ঞাত করিতে হইবে;

(চ) প্রক্টর কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম ভাইস চ্যান্সেলরকে অবহিত করিতে হইবে।

৭। **শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম গ্রহনে সহকারী প্রক্টরের সাধারণ ক্ষমতাঃ**

(ক) শৃঙ্খলা কিংবা অসদাচরণের জন্য যে কোন ছাত্র/ছাত্রীকে সর্বোচ্চ টাকা ২৫০/০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) জরিমানা করিতে পারিবেন;

(খ) সহকারী প্রক্টর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও আবাসিক হল প্রভোস্টগণকে অবহিত করিবেন;

(গ) সহকারী প্রক্টর কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম ভাইস চ্যান্সেলরকে অবহিত করিতে হইবে।

৮। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তার প্রক্টরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগঃ**

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা তাহাদের পদাধিকার বলে প্রক্টরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক বা কর্মকর্তা প্রয়োজনে প্রক্টর কিংবা সহকারী প্রক্টরের নিকট রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন। এই ধরনের প্রতিটি কার্যক্রমই ভাইস চ্যান্সেলর/প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরকে অবহিত করিতে হইবে।

৯। **প্রক্টর বা সহকারী প্রক্টরকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানঃ**

(ক) প্রক্টর অথবা সহকারী প্রক্টর তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে সহযোগিতা প্রদান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুরোধ করিতে পারিবেন;

(খ) প্রক্টর বা সহকারী প্রক্টরকে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হইলে তাহা পালন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত সহযোগিতা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিলে উহা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০। **স্বীকৃত সংঘ (Recognized Union/Organization) গঠন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ:**

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অনুমোদন ব্যতিত ক্যাম্পাসে কোন ক্লাব, সংস্থা বা ছাত্র সংগঠন তৈরি করা যাইবে না;

(খ) প্রক্টরের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিস চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় কোন ধরনের অনুষ্ঠান করা যাইবে না এবং এই সময় কোন ছাত্র/ছাত্রী বাদ্যযন্ত্র কিংবা উচ্চস্বর ব্যবহার করিতে পারিবে না;

(গ) এই বিধিমালার অধীন কোন নির্দেশনা বা আদেশ ভঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) এই বিধানবলীর অধীন কোন নির্দেশ বা আদেশ ভঙ্গকারী ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে প্রক্টর তাঁহার প্রক্টরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১। **পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বিধিঃ**

ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকল পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ অফিসে দায়িত্ব পালনকালে রুচিসম্মত, মার্জিত, মানসম্মত দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করিবেন। উগ্র আধুনিকতা অথবা ধর্মীয় নির্দেশনার অপব্যাখার পরিচয় বহনকারী উভয় প্রকারের পোষাকই পরিত্যাজ্য। তবে, যে সকল কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পোষাক প্রাপ্ত হইবেন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদানকৃত পোষাক পরিধান করিবেন।

খ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পোষাক পরিধান করিবেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কোন পোষাক নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ ভদ্র, রুচিসম্মত ও ছিমছাম (Smart) পোষাক পরিধান করিবেন। কোন বিশেষ কারণ বা নির্দেশনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্যান্ডেল, কেডস, স্পোর্টস স্যু, জিন্স, ফতুয়া, টি-শার্ট, ছবিযুক্ত অথবা দৃষ্টিকটু প্রিন্টযুক্ত কাপড় ইত্যাদি পরিধান করা যাইবে না।

গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পরিচয়পত্র সার্বক্ষনিক দৃশ্যমান করে বহন করিবেন।

ঘ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাও কর্মচারীগণের পোষাকের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিধান সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক সময়-সময় জারী করা হইবে।

ঙ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে আচার্য, উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রভোষ্ট, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ সমাবর্তন গ্রাউন, হুড, স্লাস ইত্যাদি পরিধান করিবে। পদবীভেদে পোষাকের বিস্তারিত নকশা ও বিবরণ এবং পরিধানের নিয়মাবলী সমাবর্তনের পূর্বে রেজিস্ট্রার কর্তৃক জারী করা হইবে।

চ। শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত বর্ণনা মোতাবেক পোষাক পরিধান করিবেঃ

পুরুষ শিক্ষার্থী	মহিলা শিক্ষার্থী
<u>গ্রীষ্মকাল (মার্চ - নভেম্বর)</u> ১। মার্জিত রংয়ের ট্রাউজার/প্যান্ট কোমর বেল্টসহ। ২। মার্জিত রংয়ের ফুল হাতা/হাফ হাতা শার্ট Tucked in (শার্ট ইন করে পরা). ৩। গাঢ় রংয়ের জুতা (business type)। ৪। স্যুট/ব্লেজার (ঐচ্ছিক)।	<u>গ্রীষ্মকাল (মার্চ - নভেম্বর)</u> ১। মার্জিত রংয়ের সালোয়ার কামিজ অথবা ট্রাউজার/প্যান্ট এবং উপযুক্ত ওড়না । ২। উপযুক্ত লেডিস জুতা/স্যান্ডেল। ৩। মহিলা স্যুট/ব্লেজার শার্টসহ (ঐচ্ছিক)।
<u>শীতকাল (ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি)</u> ১। মার্জিত রংয়ের ট্রাউজার/প্যান্ট কোমর বেল্টসহ। ২। মার্জিত রংয়ের ফুল হাতা শার্ট Tucked in (শার্ট ইন করে পরা)। ৩। স্যুট/ব্লেজার (অগ্রগণ্য)। ৪। মার্জিত রং এবং ডিজাইনের জ্যাকেট/সোয়েটার। ৫। টাই (ঐচ্ছিক, শার্ট/ট্রাউজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। ৬। গাঢ় রংয়ের জুতা (business type)।	<u>শীতকাল (ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি)</u> ১। মার্জিত রংয়ের সালোয়ার কামিজ অথবা ট্রাউজার/প্যান্ট এবং উপযুক্ত ওড়না । ২। উপযুক্ত লেডিস জুতা/স্যান্ডেল। ৩। মার্জিত রং এবং ডিজাইনের জ্যাকেট/সোয়েটার/কার্ডিগ্যান। ৪। মহিলা স্যুট/ব্লেজার (ঐচ্ছিক)।

ছ। **সাজসজ্জা -**

(১) মার্জিত সাজসজ্জা অনুসরণীয় এবং অতিরিক্ত সাজ পরিহার করতে হবে।

(২) মার্জিত এবং পরিমিত সুগন্ধি (Perfume) ব্যবহার করা যাবে।

জ। **আইডি কার্ড -** বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আইডি কার্ড দৃশ্যমান করে সবর্দা বহন করতে হবে।

ঝ। **বর্জনীয় পোশাক ও সাজসজ্জা-**

(১) টি-শার্ট, Frayed Shirts এবং Sweatshirt.

(২) হাতাকাটা কামিজ/ব্লাউজ এবং টপস্।

(৩) Leggings, Stretch Pants, Cargo Style Pants, Sweatpants, Frayed Pants, Three Quarter Pants এবং সকল ধরণের স্কার্ট।

(৪) ডেনিম/জীন্স প্যান্ট/শার্ট, চামড়ার ট্রাউজার/প্যান্ট।

(৫) স্যান্ডেল, চপ্পল, স্পোর্টস/ক্যাজুয়াল জুতা এবং পেন্সিল হিল বিশিষ্ট জুতা।

(৬) কানটুপি/মাফলার।

(৭) উৎকট সুগন্ধি।

(৮) জুতার সাথে অসামঞ্জস্য মোজা।

(৯) ক্যাপ/হ্যাট।

(১০) যেকোন ধরণের অশালীন পোশাক।

(১১) উগ্র আধুনিকতাবাদ অথবা ধর্মীয় নির্দেশনার অপব্যাখ্যার পরিচয় বহনকারী পোষাক।

(১২) জুয়েলারী অথবা মূল্যবান অলংকারাদি ।

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশ অথবা পরীক্ষা চলাকালে অথবা অফিস চলাকালে ছাত্র/ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত পোষাক-পরিচ্ছদ নীতিমালা (Dress code) মানিয়া চলিতে হইবে;

(ট) পোষাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী মার্জিত পোষাক পরিধানে ব্যর্থ হইলে ইহা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে;

(ড) এই বিধিমালার অধীন কোন অনিয়ম সংঘটিত হইলে উহা শৃঙ্খলাভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রক্টর তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩। **ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা সংক্রান্ত বিধি:**

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ ছাত্রী ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত ভাবে যে কোন ধরনের ক্লাস, পরীক্ষাগার বা ল্যাব, কিংবা লাইব্রেরী বন্ধ ঘোষণা অথবা হরতাল ঘোষণা বা পালন করিতে পারিবে না;

(খ) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ক্লাস, ল্যাব কিংবা লাইব্রেরিতে উপস্থিত হইতে বাধা দিতে পারিবে না;

(গ) এই বিধিমালার অধীন কোন ছাত্র/ছাত্রী এই ধরনের অনিয়ম বা শৃঙ্খলাভঙ্গের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমান পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ উক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

১৪। **বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয় সমাবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ:**

(ক) প্রক্টরের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যায়ের কোন অনুষদ, বিভাগ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত সংঘ বা ক্লাব ক্যাম্পাসে কোন প্রকার সভা সমাবেশ করিতে পারিবে না;

(খ) কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোন প্রকার প্রতিবাদ প্রদর্শন (Demonstration) করিতে পারিবে না;

(গ) এই বিধিমালার অধীনে নিয়ম ভঙ্গকারী ছাত্র-ছাত্রীর সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন ছাত্র-ছাত্রী করিতে পারিবে না।

১৫। **ছাত্র/ছাত্রীদের আচরণ সংক্রান্ত বিধি:**

(ক) একাডেমিক অসদাচরন-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃক যে কোন ধরনের একাডেমিক অসদাচরনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান পরীক্ষা পরিচালনা বিধিমালা মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

(খ) সামাজিক অসদাচরন-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রী অন্য কোন ছাত্র/ছাত্রীর সমালোচনা করিতে পারিবেনা;

(২) ছাত্র/ছাত্রীগণ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ (Differentiation) করিতে পারিবে না;

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। এরুপ কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় তদন্তের প্রেক্ষিতে অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে;

(৪) গুরুতর সামাজিক অপরাধ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন শীক্ষার্থীর প্রতি অশালীন আচরণ অথবা যৌন নিপীড়ন এর মত কোন অপরাধকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না;

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পরস্পরের মধ্যে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইবে;

(৬) ছাত্র/ছাত্রীগণ শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন কাজকর্ম করিতে পারিবে না;

(৭) যে কোন ধরনের মৌখিক বা শারিরীক হয়রানি বা নিপীড়ন কর্মকান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বিধিমালা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গন্য হইবে;

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোনরুপ যৌন কর্মকান্ডকে শৃঙ্খলা বহিঃর্ভূত কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং এর বিরেদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদের হেফাজত সংক্রান্ত অসদাচরন-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বই, ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম, সম্পদ, স্থাপনা, বাগান অথবা সৌন্দর্যবর্ধনকারী পরিসম্পদ, অফিস, আসবাবপত্র ইত্যাদির হেফাজত করা প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর দায়িত্ব;

(২) যে কোন ছাত্র/ছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ, লাইব্রেরীর বই, ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম, স্থাপনা, বাগান সৌন্দর্য বর্ধনকারী পরিসম্পদ, অফিস, আসবাবপত্র ইত্যাদির চুরি, ক্ষতিসাধন, নষ্ট অথবা বিকৃত, করিলে উহা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রক্টর তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঘ) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সংক্রান্ত অসদাচরন-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ধুমপান নিষিদ্ধ;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্য বহন, গ্রহন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ;

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা আক্রমণাত্মক কোনো বস্তু নিয়ে প্রবেশ করা যাইবে না;

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ধুমপান বা যে কোন ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহন ও বহন অথবা কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা আক্রমণাত্মক কোনো বস্তু বহন করিলে প্রক্টরিয়াল বিধিমালা অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষার্থী/দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে অসদাচরন-

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের যে কোনো সিদ্ধান্ত মেনে চলিতে হইবে;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অমান্য করিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে;

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সহিত অসদাচরন বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধিমালা লংঘন হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

১৭। শৃঙ্খলা শুনানী:

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত যেকোনো ধরনের অপরাধের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত/দের সমন্বয়ে প্রক্টরের অধীনে একটি শৃঙ্খলা শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) শৃঙ্খলা শুনানীতে প্রক্টরের সহিত সহকারী প্রক্টর/বৃন্দ উপস্তিত থাকিবেন;

(গ) বিভিন্ন প্রমান ও স্বাক্ষ্য গ্রহনের প্রেক্ষিতে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর/বৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে শাস্তির পরিমান ধার্য করিবেন। ভিসি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে যা কার্যকর করা হইবে।

১৮। আপিল:

(ক) যে কোনো গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত গ্রহনের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে প্রক্টরের নিকট আপিল করিতে পারিবেন;

(খ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রক্টর উক্ত আপিল ভাইস-চ্যান্সেলর বরাবর প্রেরন করিবেন।

১৭। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধরনঃ

(ক) লিখিত অথবা মৌখিক সতর্কীকরন;
(খ) জরিমানা প্রদান;
(গ) এক বা একাধিক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার;
(ঘ) স্থায়ী বহিষ্কার;
(ঙ) এছাড়াও, এদেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনের আওতায় বিচারের নিমিত্তে আইন ভঙ্গকারীকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট সোপর্দ করা যাইবে।

১৮। বিধি সমূহের আওতায় বহির্ভূত অভিযোগ অপরাধ নিস্পত্তিঃ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র/ছাত্রী এমন কোন অনিয়ম বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ করলে যদি উক্ত অনিয়ম বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ এই বিধিমালার অধীন সুনির্দিষ্ট কোন বিধি বা বর্ণনার আওতায় না পড়ে সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপরাধের প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে তদন্ত পর্ষদ গঠন পূর্বক এর সুপারিশক্রমে যে কোন যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবেন।

১৯। সংশোধনীঃ

(ক) উক্ত প্রক্টরিয়াল বিধিমালা প্রয়োজন স্বাপেক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংশোধন করা যাইবে।

২৫/৬/২০২০

সদস্যঃ মোঃ সালমান সাদেকীন চয়ন, পাবলিক রিলেশন অফিসার, বিএসএমআরএমইউ

15.06.2020

সদস্যঃ ড. মোহাম্মদ নাজির হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি
বিএসএমআরএমইউ

১৫/৬/২০২০

সভাপতিঃ কমান্ডার এম মাহবুর রহমান, (ই), বিএন, প্রক্টর, বিএসএমআরএমইউ

ভিসি মহোদয়ের মন্তব্য

রিয়ার এডমিরাল এম খালেদ ইকবাল
ভাইস-চ্যান্সেলর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

স্থানঃ পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

তারিখঃ জুন ২০২০